দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

12

কর্ম কমিশনের জরিপ

সরকারী চাকরিতে সেরা ছাত্রছাত্রীরা আসছে না

জাহেদ চৌধুরী ঃ সরকারী চাকরিতে সেরা ছাত্র-ছাত্রীরা আসছেন না। গত এক দশকে যারা নিয়োগ পেয়েছেন তাদের উপর পরিচালিত এক জরিপে এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

সরকারী কর্মকমিশনের উদ্যোগে এই জরিপ চালানো হয়।

বিভিন্ন সময়ে বিসিএস মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন এমন ৯১ জন বিশেষজ্ঞের মধ্যে পরিচালিত জরিপে তাদের কেউই সেরা ছাত্ররা সরকারী চাকরিতে ঢুকছে বলে মত দেননি। তাদের ৭৪ শতাংশই মনে করেন 'চলতি' মানের প্রার্থীরা বেশী আসছেন। ২৬ শতাংশ মনে করেন নিম্নমানের প্রার্থীরা বেশী আসছেন।

বিশেষজ্ঞদের শতকরা ৯৪ ভাগ বলেছেন, সরকারী চাকরিতে যোগদানকারীদের ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা কম। সমীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সেরা অথবা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী চাকরিতে আসছেন না, তবে তারা যাচ্ছেন কোথায়? এর উত্তর দিয়েছেন মেধাবী ছাত্ররা নিজেই। জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৪৭ ভাগ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে চাকরি করতে আগ্রহী, শতকরা ৩২ জন ডাক্তার কিংবা প্রকৌশলী হিসাবে পেশা বেছে নিতে পছন্দ করেন। সরকারী প্রশাসনিক চাকরিতে আসতে চান শতকরা মাত্র ২০ জন। সামরিক বাহিনীর চাকরি পছন্দ শতকরা নয়জন, বেশী বেতনের বেসরকারী চাকরি পছন্দ করেন শতকরা ৬ জন, পেশাগত চাকরি পছন্দ করেন শতকরা মাত্র ২ জন এবং অন্যান্য চাকরিতে যেতে চান শতকরা ৩ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী। দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্ধারিত ১০০ জন মেধাবী ছাত্রের উপর পরিচালিত জরিপে এ তথ্য জানা গেছে।

সমীক্ষায় যেসব বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়া হয় তাদের শতকরা ৪৯ জন মনে করেন ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের সঙ্গে জাতির শিক্ষামানের 'বেশ' সম্পর্ক রয়েছে। শতকরা ৩৪ জন মনে করেন

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **সরকারী চাকরিতে সেরা ছাত্রছাত্রীরা আসছে না**

'কিছু' সম্পর্ক রয়েছে। শতকরা ১৭ জন 'সম্পর্কহীন' বলে মন্তব্য করেন।

আশির দশকে কোন একটি বর্ষে কোন একটি ক্যাডারে (জরিপ রিপোর্টে গোপনীয়তার স্বার্থে বর্ষ এবং ক্যাডার উল্লেখ করা হয়নি) সরকারী চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় ৬টি সাধারণ বাংলা এবং ৬টি সাধারণ ইংরেজী বানানের একটিও শুদ্ধ করে লিখতে পারেননি এমন ব্যক্তিও সরকারী চাকরিতে ঢুকেছেন। যে ৬টি বাংলা বানান লিখতে দেয়া হয়েছিল সেগুলি হল ঃ অতিথি, বুদ্ধিজীবী, পুরস্কার, পরিকার, বিভীষিকা এবং ইংরেজী শব্দ ৬টি ছিল DEFINITION, PROFESSOR, BENEFIT, AGGREGATE, STATUSQUO, CUTTER. জরিপের আওতাভুক্ত কেউই উক্ত ৬টি বাংলা এবং ৬টি ইংরেজী বানানের সবক'টি শুদ্ধ করে লিখতে পারেননি।

১৯৮৯ এবং ৯০ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৯৮৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতকরা মাত্র ৬ দশমিক ৮ ভাগ পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে শতকরা মাত্র ৫ দশমিক ৭ ভাগ পরীক্ষার্থী। ১৯৮৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র ২ দশমিক ৮৩ ভাগ পরীক্ষার্থী এবং ১৯৯০ সালে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ দশমিক ১৭ ভাগ।